আসুন দুস্থ মানবতার পাশে দাড়াই

আমরা কি পারিনা আমাদের কোরবানী ঈদের টাকা ঘুর্নিঝড় আক্রান্ত বানভাসিদের দান করতে?

আপনারা সকলেই জানেন হারিকেন সিডর'র প্রকোপে কি এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবনে। বেসরকারী হিসেবে প্রাণহানী ঘটেছে প্রায় ১৫ হাজার। সংখ্যা হয়তো আরো বাড়তে পারে কারণ অনেক লাশ সমুদ্রে ভেসে গেছে আর না হয় সুন্দরবনে গাছ গাছালীর ফাকে আটকে আছে। গৃহহীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। দুর্গতদের খাবার নেই, পরার কাপড় নেই, নেই আহতদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা। আর মৃতদেহগুলোকে কোন কাফনের কাপড় ছাড়াই শুধু মাত্র মাটি চাপা দিয়ে গনকবর দেয়া হচ্ছে। সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে যদিও তা দৃশ্যত অপ্রতুল। সব মিলিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি বাংলাদেশ এক ভয়ানক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আপনারা হয়তো অনেকেই স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখেছেন বিমান বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে ত্রান ফেলছে আর দুর্গত মানুষ গুলো সেটা নিয়ে কিভাবে কাড়াকাড়ি করছে। সে এক করুন আর হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

উপদ্রুত মানুষ এখন শোক করা ভুলে গেছে, তাদের সামনে এখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত। কিভাবে খাওয়া পরা চলবে। পরিবার পরিজন হারানোর সেই শোকের ব্যথার বানের জলকে হয়তো বাধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় কিন্তু পেটের ক্ষুধা যে কোন বাধ মানেনা!এরি মধ্যে দেশের বাইরে প্রবাসীরা সংগঠিত হয়ে যে যার যার মত এগিয়ে এসেছেন। আমরা আমেরিকা প্রবাসীরা যারা কম বাঙ্গালী অধ্যুষিত স্টেট গুলোতে থাকি তারা যদি সংগঠিত ভাবে না পারেন, তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনারা সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে প্রধান উপদেস্টার ত্রান তহবিলে চেকের মাধ্যমে কোন সার্ভিস চার্জ চাড়াই সাহায্য করতে পারেন। বিস্তারিত দেখুন ‘‘http://www.sonaliexchange.com"

এবার আমার একটা ব্যক্তিগত নিবেদন। সামনে আসছে মুসলমানদের পবিত্র ঈদুল আজহা। আমরা প্রবাসীরা অনেকেই মহান আল্লাহ তালার সন্তুস্টির জন্য পশু কোরবানী দিয়ে থাকি। অনেক প্রবাসীর সীমিত উপার্জনের মধ্যেও একটা বাজেট করে কোরবানী দিয়ে থাকেন। আমরাকি পারিনা সেই বাজেটের টাকা বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের বানভাসি মানুষের জন্য দান করতে। আমারতো মনে হয় এতে মহান আল্লাহ তালা অনেক খুশি হবেন। কারণ আল্লাহ তালা আমাদের সৃস্টির সেরা জীব হিসেনেই সৃস্টি করেছেন। কারণ মানুষের জন্যই ধর্ম ধর্মের জন্য মানুষ নয়, আর মানুষ মানুষের জন্য। এটা আমার কোন রাজনীতিক বক্তব্য নয়, একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত।

এবারের হারিকেন সিডর'র আমাদের জন্য একটা ''ওয়েকআপ কল''। আমাদের মনে হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ভয়াবহতা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। নাহলে উন্নত অনুন্নত কোন দেশের মানুষই রেহাই পাবেনা। উন্নত দেশ গুলোই ব্যাপক শিল্পায়নের কারনে বেশী বেশী পরিবেশ দুষন করছে, আর তার শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের মত দেশগুলো। পৃথিবীর প্রায় ১৩৭ টি দেশ কিয়োটো প্রটোকলে সাক্ষর করলেও আধুনিক সভ্যতার অন্যতম দাবীদার আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া এই চুক্তিতে সাক্ষর করেনি। এতে করেকি তারা প্রকৃতির রুদ্র রুপ থেকে রেহাই পাবে? আমার মনে হয় না। আমরা যদি এখনি সচেস্ট না হই তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক ভয়ানক অবসবাস যোগ্য পৃথিবী আমাদের রেখে যেতে হবে।

সবার মংগল কামনা করে আজকের মত শেষ করছি।
————————————————————————

ফয়সাল, নিউইয়র্ক থেকে।
ameet27@hotmail.com